মানাযেলে ছুলূক

(মাওলাপ্রেমের দিগ্‌দিগন্ত)

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)
পরিচালক : খানকাহ্‌ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া ইয়াদগার খানকাহ্‌-এ হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল
জামেআ হাকীমুল উম্মত গুলশান-এ শাহ্‌ আখতার কমপ্লেক্স
হযরত থানবী নগর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫ ফোন : ৯৫৭৫৪২৮

কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা

শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহ্‌বাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহ.)-এর এল্‌মী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্‌ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন, তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্‌নতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্‌কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী
১১ই শা'বান আল্ মোআয্‌যম ১৪২৭ হিজরী

মানাযেলে ছুলূক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ○

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ○

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○

সকল প্রশংসা, সকল সৌন্দর্য একমাত্র আল্লাহ্পাকের জন্য। তিনিই উহার একক হক্দার এবং ইহাই চূড়ান্ত সত্য। আর শান্তি বর্ষিত হউক তাহার ঐসকল বিশিষ্ট বান্দাগণের উপর যাঁহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে বাছাই করিয়া লইয়াছেন (এবং নবূয়তের মত সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন)।

অতঃপর আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি তাহার দয়া ও দরবার হইতে বিতাড়িত মরদূদ শয়তান হইতে। আমি তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেছি আল্লাহ্র নামে যিনি অসীম দয়ালু, অতিশয় মেহেরবান। আল্লাহ্পাক বলেন :

"এবং তুমি নাম যপ্ কর তোমার প্রতিপালকের এবং সবকিছু হইতে পৃথক হইয়া পূরাপূরিভাবে তাহার দিকে নিবিষ্ট ও নিমগ্ন হইয়া থাক। তিনি মাশরেকেরও রব্ব্– যেদিক হইতে সূর্য উদয় হয় এবং তিনি মাগরেবেরও রব্ব্– যেদিকে সূর্য অস্ত যায়। তিনি ব্যতীত আর কোনই মা'বূদ নাই।

ও ত্বক) এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন একটির গ্লাসও যদি খোলা থাকে অর্থাৎ যে কোন একটির দ্বারাও যদি কোন নাফরমানী করা হয় তাহা হইলে ঐ পথে পাপের গযবী উত্তাপ ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্তরে অশান্তির আগুন ধরাইয়া দেয়। তবে, আবার যদি তওবা করিয়া প্রতিটি গ্লাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অন্তরে যিকির ও এবাদতের বিপুল পরিমাণে নূর জমিয়া উহার শীতলতায় নিশ্চয় অন্তর আবার শীতল হইয়া যাইবে, শান্তিতে ভরিয়া যাইবে।

যিন্দেগীর উদ্দেশ্য

বন্ধুগণ, আল্লাহ্পাক যাকে হেদায়েত দান করেন, পৃথিবী ও বিশ্ব জগতের প্রতিটি কণা, প্রতিটি বস্তু, বরং প্রতিটি বিন্দু তাহার জন্য হেদায়েতের ওছীলা হইয়া যায়, প্রতিটি অনু-পরমাণু তাহাকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, আল্লাহ্র দিকে টানে এবং আল্লাহ্র সহিত মিলাইয়া দেয়। কারণ, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এ বিশ্বজগতের প্রতিটি কণা ও প্রতিটি বস্তুকে ঐ বান্দার হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত করেন। কারণ, মানুষকে জীবন দান করার এবং এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহ্পাকের ইবাদত করা, আল্লাহ্পাকের দাসত্ব ও আনুগত্য করা।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

অর্থ– আমি জিন্-ইনসানকে একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমার ইবাদত করিবে।

আল্লামা আলূসী (রহ.) এখানে এবাদতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মা'রেফাতের দ্বারা। اَىْ لِيَعْرِفُوْنَ -মা'রেফাত অর্থ, চিনা, পরিচয় লাভ করা। অর্থাৎ আমি জিন-ইনসানকে সৃষ্টি করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা আমার মা'রেফাত হাসিল করিবে– আমাকে চিনিবে ও জীবন ভরিয়া আমাকে চিনিবার কাজে নিয়োজিত থাকিবে।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, এ বিশ্বজাহান, এই চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা—আল্লাহ্পাক এসবকিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন আমাদের তরবিয়তের